চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৬ জুলাই ২০২২ খ্রি.

মশক নিধন ক্র্যাশপ্রোগ্রাম উদ্বোধন করলেন সিটি মেয়র

নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৭দিন ব্যাপী এই ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চলবে

নগরীর নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকার পার্কের সামনে ওষুধ ছিটিয়ে মশক নিধন ক্র্যাশপ্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। এই সময় মেয়র বলেন, সমন্বিত মশক নিধন ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথম পদক্ষেপটিই হচ্ছে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন, চার পাশ্বে যে সব জায়গায় এডিস মশা জন্মায়, সেসব জায়গায় যাতে এডিস মশা জন্মাতে না পারে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। আবহাওয়াগত কারণে নগরীতে এখন মশার উপদ্রব বেড়েছে। এই ক্র্যাশপ্রোগ্রামের মাধ্যমে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৭দিন ব্যাপী এই ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চলবে।তিনি ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা নিন্ত্রয়ণে নগরীরবাসির সচেতনতার উপর জোর দিয়ে বলেন, এডিস মশা বাসাবাড়ির স্বচ্ছ পানিতে জন্মায়, পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। দেখা গেছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তদের বেশিরভাগই উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কারণ এডিস মশার জীবনাচরণ নালা, নর্দমায় জন্ম হওয়া কিউলেস মশার তুলনায় এই মশাগুলো অন্য রকম। বৃষ্টি হলেই জমে থাকা পানিতে এই মশা সহজে বিস্তার লাভ করে। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন কেবল বাড়ির বাহিরে মশা মারতে পারে তাই আমাদের নিজ নিজ বাসা বাড়ি আঙ্গিনা পরিস্কার রাখতে হবে। মেয়র আরো বলেন, করোনা মহামারীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য জীবানুর সাথে লড়াই যেহেতু করছি তাই ডেঙ্গুর বাহক দৃশ্যমান এডিস মশা নিধন করা সম্ভব। প্রয়োজনে আরো কঠোর অবস্থানে যাওয়া হবে। এডিসের উৎস খুজে ফেলে দায়ী ব্যক্তিতের জেল জরিমানায় ছাড় দেওয়া হবে না বলে মেয়র হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। আজ মঙ্গলবার সকালে নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকা পার্কের সামনের ওষুধ ছিটিয়ে মশক নিধনে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, বর্জ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপাতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, মো. মোরশেদ আলম, হাজী নুরুল হক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, আবদুস সালাম মাসুম, মো. শফিউল ইসলাম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমীন পারভিন জেসী, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ও মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির সহসভাপতি মাহফুজুল হক চৌধুরী, মো. ইদ্রিস. সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর পারভেজ, মুজিবুর রহমান বাচ্চু ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেয়র আরো বলেন, নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডের ঝোপঝাড় পরিস্কার ও নালায় যেখানে মশার জন্ম হয় সেখানে ওষুধ ছিটানো হবে। আমাদের যে পরিমান মশা ধ্বংসকারী ওষুধ আছে এই ওষুধের সদব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক মশা নিধনের জন্য এডালটিসাইড এবং মশার লার্ভা (ডিম) ধ্বংসের জন্য লার্ভিসাইড ওষুধ ছিটানো হবে। তিনি ছাদবাগান, এসি, ফ্রিজ, ফুলের টপ, ডাবের খোশা, গাড়ীর পরিত্যাক্ত টায়ার, প্লাষ্টিক বোতল, ভাঙ্গা বালতিতে জাতে তিন দিনের বেশি পানি জমে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখার জন্য নগরবাসির প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন এডিস মশা যেন বংশবৃদ্ধি করতে না পারে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়াসহ সকল মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধে এই বিশেষ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পাশাপাশি মশক নিধন কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ ছাড়াও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে রেডক্রিসেন্ট ও আরবান ভলানটিয়ারের মাধ্যমে নগরীতে ১ লক্ষ লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নগরীতে কেউ ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয় সর্ম্পকিত যে কোন প্রয়োজনে নিকটস্থ চসিক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতালে বা চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ ইমান হোসেন রানার সাথে এই নাম্বারে ০১৮১৭-৭০৬০৫৫ এবং মশক সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য মশক নিধন কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের সাথে এই নাম্বারে ০১৮১২-৬০৩০৬৯ যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানান। তিনি স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, বাসযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে নগরবাসির সহযোগিতা কামনা করেন।

চসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটির সভায় সিটি মেয়র

সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে লুকিয়ে থাকে তা শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা অতীতে সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক এবং ভবিষ্যত প্রগতির ধারক। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। বহুকাল পূর্ব থেকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চলমান ছিল এই উদ্যোগে সর্বত্রে যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন মরহুম নুর আহম্মদ চেয়ারম্যান। পরবর্তীকালে সাবেক মেয়র মরহুম এ.বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এ শিক্ষা কার্যক্রমকে আরোও বেগবান করেন। কালের বিবর্তনে চসিক পরিচালিত স্কুল ও কলেজ সমুহের শিক্ষার মান অনেক ম্লান হয়ে গেছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পরিচালনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাটালি হিলস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে চসিক পরিচালিত ৯টি স্কুলে ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় উপস্থিতি ছিলেন কাউন্সিলর মোহাম্মদ জাবেদ, শাহেদ ইকবাল বাবু, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লূৎফন নাহার, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা, অর্পনাচরণ সি.ক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সদস্য মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, অধ্যক্ষ জারেকা বেগম, আছমা খাতুন সি.ক মহিলা কলেজের সদস্য দোস্ত মোহাম্মদ, অধ্যক্ষ লাভলী মজুমদার, পাঁচলাইশ এস.এম নাছির উদ্দিন সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জয়নাব বেগম, ইমরাতুন্নেছা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল গফুর, রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমলেশ ধর, কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশনের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিতাংশু বিকাশ ধর, পাঠানটুলি সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল আলম, পাঠানটুলি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নেজামুল হক প্রমুখ।

সিটি মেয়র আরো বলেন, বর্তমানে চসিক ৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এই খাতে চসিকের প্রচুর ভুর্তুকি দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রেখেছে। তাই এখন থেকে মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে বিনা-বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিলেও তা সার্বজনীন নয়। তিনি এই সংকট কালিন সময়ে স্কুল ও কলেজে বিদ্যুৎ ও কেনা কাটায় সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশনা দেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখ ভাল শুধু প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদের নয় এ ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ ও অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তিনি পরিচালনা কমিটির সকলকে সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন, প্রসার, সুনাম বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশনা দেন।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রয়েল বাংলা সুইটসকে ১ লক্ষ ও বিভিন্ন অপরাধের দায়ে মোট ১ লক্ষ ৪৯ হাজার জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর বাটালী রোডস্থ রয়েল বাংলা সুইটস হাউসের কারখানার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, নোংরা, ফ্রিজে রান্না করা ও কাঁচা মাংস একসাথে সংরক্ষণ করা, কর্মচারীদের হেলথ ফিটনেস সনদ না রাখার দায়ে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে বাটালী রোড ও জুবিলী রোডের ফুটপাত দখল করে নির্মাণ সামগ্রী, দোকানের মালামাল রেখে এবং রাস্তা উপর অবৈধভাবে গাড়ী পার্কিং করে যান ও জনচলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অভিযানে ২নং গেইট থেকে বায়েজিদ বোস্তামী মাজার গেইট পর্যন্ত রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রাখার দায়ে ১২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩